ঘরগেরস্তি

আফসার আমেদ

স্বরলিপি
কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৫৬

প্রকাশক : ধীরা চৌধুরী
স্বরলিপি
২৩এ, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

মুদ্রক : ভোলানাথ দাস
সুমুদ্রণী
৪/৫৬এ, বিজয়গড়,
কলকাতা-৭০০ ০৩২

শ্রী দেবেশ রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ঘরগেরস্তি

সাবেককালের দলিজঘর খড়ে ছাওয়া। ওপরে মাঠগুতুম। খড়ি প্যাকাঠি তোলা থাকে। দেওয়ালে তাক। তাতে কোরাণ রেহেল কায়দা আমপারা। কাছাছল আম্বিয়া, শহীদে কারবালা, ইউসুফ জুলেখা, হাতেম তাই, জঙ্গনামা, খোয়াবনামা ডিঁয়ক খাওয়া লালচে হলুদ পাতা কিছু কুঁচি কুঁচি। পাশে নামাজের পাটি, জায়নামাজ। পেরেকে নানান ধরণের টুপি তসবি। অন্য পেরেকে গলায় ঘেমো ময়লায় লালচে মেটো রঙে পাঞ্জাবি ঝোলানো থাকে। ওটাই কখনো সখনো গায়ে চাপায়। হাট, আড়ত, এ-গাঁ সে গাঁ যেতে হয়। তুটো জলচৌকি আছে, একটা হেলান চেয়ার। দেওয়ালে পুরনো 'ইসালে সওয়াবে'র পোষ্টার। 'বুড়ো পীর সাহেবের অষ্টম বার্ষিক ইসালে সাওয়াব।' নিচে বক্তাদের নাম। নামগুলো যেন রবারের মতো অসম্ভব বেড়ে গেছে। কোনোটা তু-লাইনেও ধরে না। বর্ষায় দেওয়ালে পানি চুঁয়ে চুঁয়ে ভিজেছে খানিক। সেঁতিয়ে গেছে। পানভাণ্ডারের ক্যালেণ্ডার। আলিফ্ লাম্ লাম্ হে। আল্লাহ্। শিশুর মোনাজাত। ওপরে কাবা। চাঁদতারা। নানান স্বর্গীয় ধ্বনি। দেওয়ালের কোণায় তুগাছি তেল তেল লাঠি, একটা টাঙ্গি একটা বল্লম।

মেঝে জুড়ে তেলাই মেলা হয়। অগোছল পানের ডাঁই জমা করা হয়। রাত থেকে পান গুছনো চলতে থাকবে। ওখানেই মাঝে একবার গড়িয়ে নেয়া, তারপর রাত থাকতে উঠে মোট সাজিয়ে আড়তের দিকে ছুটতে হবে।

এদিকে অন্য তোড়জোড়। পাখিটাকে নিয়ে বেরিয়ে যাবে খিড়কি দিয়ে। নিঃশব্দে। মোহময় নিঃঝুম রাত মায়া ধরাবে। খাঁচা সমেত পাখিটা যাবে। তার সঙ্গে যাবে আরো টুকিটাকি। আঁধার একটু ঘোর হলেই।